দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

বিসিএস প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের ৮৩ হাজার সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত তিন লক্ষাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিসিএস প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠন করা হচ্ছে। সরকারী প্রায় ১১ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ৮ লাখের জন্য ২৯টি ক্যাডার বিদ্যমান থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্যাডার না থাকায় সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। জানা গেছে, বিসিএস প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনের সারসংক্ষেপ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে

পৃঃ ১১ কঃ ২

বিসিএস প্রাথমিক শিক্ষা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পাঠানো হয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের আগামী বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী এ বিষয়ে বলেছেন, দীর্ঘদিন থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করি সহসাই এ ক্যাডার গঠন করা হবে। উপদেষ্টা আরো বলেন, অন্যান্য ক্যাডারের লোক দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের কাজ চালানো হচ্ছে। এতে পেশাদারিত্ব নষ্ট হচ্ছে। এই ক্যাডার গঠন করলে পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে। নিঃসন্দেহে শিক্ষার মান বাড়বে।

উল্লেখ্য, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অধীনে ৫ থেকে ১০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাসহ ৫শ' থেকে ১ হাজার ২শ' শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। এই সংখ্যা একটি উপজেলার মোট সরকারী জনবলের ৫০ ভাগেরও বেশী। কিন্তু উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি প্রথম শ্রেণীর না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষায় যে ধরনের গতিশীলতা প্রত্যাশা করা হচ্ছিল তা হয়নি। এমতাবস্থায় উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদটি ক্যাডারভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে জোর দাবী ওঠে। এই বাস্তবতায় দীর্ঘদিন থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্যাডার গঠনের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য তা হচ্ছে না। ফলে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য ১৯৯২ সালে গঠিত টাস্কফোর্স প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পৃথক ক্যাডার গঠনের সুপারিশ করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় পরিকল্পনাতেও বিসিএস (প্রাথমিক শিক্ষা) ক্যাডার গঠনের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই ক্যাডার গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এরপর তারা এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চায়। কিন্তু এরপর প্রায় আড়াই বছর কেটে গেলেও এই ক্যাডার গঠন করা হয়নি। ক্যাডার গঠন না করায় উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

২০০৬ সালের ৭ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠন বিষয়ে সারসংক্ষেপ পাঠানো হয়। তিনি ১২ জুন সারসংক্ষেপ দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেও অজ্ঞাত কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেই বিষয়টির ওপর দৃষ্টি দেয়। গত ২২ এপ্রিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামান প্রধান উপদেষ্টার কাছে একটি সারসংক্ষেপ পাঠান। এতে বলা হয়, একটি পৃথক ক্যাডার এবং ক্যারিয়ার পাথ না থাকার কারণে উচ্চ শিক্ষিত প্রতিভাবান চৌকস ব্যক্তিবর্গ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন না। তাদের অধিকাংশই যে পদে চাকরি শুরু করেন সে পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করে থাকেন। ফলে তারা সর্বদা হতাশাগ্রস্ত থাকেন এবং সব সময় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব বিরাজ করে। এ কারণে নিম্নপদে যোগদানকারী উচ্চ মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণকে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ধরে রাখাও সম্ভব হয় না।

সারসংক্ষেপে এই ক্যাডার গঠনের ইতিবাচক নানা দিক প্রধান উপদেষ্টার কাছে তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, যুগের বিবর্তনে, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এবং নতুন প্রযুক্তি বিকাশের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সময় দিয়ে সাম্প্রতিককালে একটি টেকনিক্যাল বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার টেকনিক্যালিটি বিবেচনা করলে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সদাসম্পৃক্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ একটি জনবল সৃষ্টি করা আবশ্যক। এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি পৃথক ক্যাডার সৃষ্টি প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করবে। পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টি এ সেক্টরে কর্মরত জনবলকে অধিকতর গতিশীলতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিচালনা ও নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য নিবেদিত করবে। উচ্চশিক্ষিত, সুপ্রশিক্ষিত, প্রণোদিত, অঙ্গীকারবদ্ধ ও স্থায়ী ক্যাডার কর্মকর্তা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার বিশাল কর্মপরিধি ও জনবলের বিস্তৃতি এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় অনেক বেশী। পৃথকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠিত হলে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষিত প্রতিভাবান কর্মকর্তা এ সেক্টরে যোগদানের জন্য উৎসাহিত হবেন। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। উক্ত ক্যাডার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সরকারের একটি সুদৃঢ় অঙ্গীকার। পিইডিপি-২ এর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছে। সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও পিইডিপি-২ এর কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে মূলধারায় প্রবর্তিত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোগত উন্নয়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধি ও জনবলকে সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি সুসংহত প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টি প্রয়োজন। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিজ্ঞ দক্ষ জনশক্তির বিকল্প নেই এবং এরই জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের আওতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষার পদসমূহকে পৃথক করে বিসিএস (প্রাথমিক শিক্ষা) ক্যাডার সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল তখন প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কতিপয় পদকে ক্যাডারের পদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এগুলো সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের পদ হিসেবে চিহ্নিত। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ পদগুলো শিক্ষা ক্যাডারে থাকার আর কোনো যুক্তি থাকে না। যদিও এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোনো ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এখন স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় বিধায় এর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও তা এখনো চূড়ান্ত রূপ লাভ করেনি। বর্তমানে উক্ত ডিগ্রী নিয়ে উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই-এর ইন্সট্রাক্টর পদে যারা যোগদান করছেন তাদের ধরে রাখতে হলে এবং এ সার্ভিসের উন্নয়ন করতে চাইলে অবশ্যই এ দুটো পদকে ক্যাডার সার্ভিসের এন্ট্রি পদ হিসেবে চিহ্নিত করে ক্যাডার গঠন করতে হবে।